প্রথম আলো

তারিখ 13 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ভর্তি বাতিল হলেও টাকা রেখে দিয়েছে অনেক কলেজ!

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

চলতি শিক্ষাবর্ষে তাসরীম মিমু একাদশ শ্রেণিতে প্রথমে ভর্তি হয়েছিল রাজধানীর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে। ভর্তি বাবদ তাকে কলেজকে মোট দিতে হয় প্রায় ১৩ হাজার টাকা। অনলাইন ভর্তি-প্রক্রিয়ায় নীতিমালা অনুযায়ী পরের তালিকায় সে ঢাকা সিটি কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়। তখন সে প্রিপারেটরি কলেজের ভর্তি বাতিল করে সিটি কলেজে আবারও নির্ধারিত ফি দিয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু প্রিপারেটরি স্কুল কর্তৃপক্ষকে ভর্তি বাবদ দেওয়া টাকা আর ফেরত পায়নি সে। টাকা ফেরত আনতে তার অভিভাবকেরা একাধিকবার গেলে 'বোর্ডের নির্দেশ নেই' সহ বিভিন্ন ধরনের কথা বলে বিদায় করে দেওয়া হয়।

তাসরীমের মতো বিভিন্ন কলেজের হাজারো শিক্ষার্থী প্রথমে কম পছন্দের কলেজে ভর্তির পর পরের তালিকায় আরও ভালো কলেজে সুযোগ পেয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু তারা আগের কলেজে দেওয়া টাকা ফেরত পায়নি। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলেছিলেন, কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি বাতিল করে অন্য কলেজে ভর্তি হলে আগের কলেজকে টাকা ফেরত দিতে হবে। কিন্তু বোর্ড বা মন্ত্রণালয় থেকে কলেজগুলোকে লিখিতভাবে কোনো নির্দেশ না দেওয়ায় কলেজগুলো টাকা ফেরত দেয়নি।

জানতে চাইলে আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান গত বৃহস্পতিবার *প্রথম আলোকে* বলেন, ভর্তি বাতিলের টাকা রাখার অধিকার কলেজগুলোর নেই। এ বিষয়ে তিনি শিক্ষাসচিবের সঙ্গেও কথা বলেছেন। তিনি বলেন, এখানে নির্দেশনারও কোনো প্রয়োজন পড়ে না।

> ঢাকা বোর্ড সূত্র জানায়, সুযোগ থাকায় এবার অসংখ্য শিক্ষার্থী এক কলেজে ভর্তি হয়ে আবার পরে অন্য কলেজে ভর্তি হয়েছে। এ ধরনের শিক্ষার্থীর সংখ্যা লাখের মতো হতে পারে।

এবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির কাজটি অনলাইনের মাধ্যমে করে দিয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। গত জুন মাসজুড়ে এবং জুলাইয়ের প্রথম দিকে একাদশ শ্রেণির ভর্তির কাজ হয়।

ঢাকা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শকের কার্যালয় সূত্র জানায়, সুযোগ থাকায় এবার অসংখ্য শিক্ষার্থী এক কলেজে ভর্তি হয়ে আবার পরে অন্য কলেজে ভর্তি হয়েছে। এ ধরনের শিক্ষার্থীর প্রকৃত সংখ্যাটি নির্ধারণ করা না হলেও সারা দেশ মিলিয়ে এক লাখের মতো হতে পারে। এর মধ্যে শুধু শেষ ধাপে ৪৬ হাজার শিক্ষার্থী বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হয়েছে, যাদের অধিকাংশই আগে অন্য কলেজে ভর্তি হয়েছিল।

নীতিমালা অনুযায়ী, এলাকাভেদে এবার ভর্তির সময় সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি মিলিয়ে শিক্ষার্থীপ্রতি সর্বনিম্ন ১ হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা নেওয়ার সুযোগ ছিল। তবে এর বাইরে উন্নয়ন ফি ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়ার সুযোগ ছিল।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ রাজধানীর বিভিন্ন কলেজের বেশ কয়েকজন অভিভাবক ও শিক্ষার্থী *প্রথম আলোকে* জানিয়েছে, ভর্তি বাতিল করা কলেজ থেকে টাকা ফেরত আনার চেষ্টা করেও তারা পায়নি। শুধু ঢাকা নয়, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য কলেজেও চিত্রটি কম-বেশি একই ধরনের।

জানতে চাইলে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ বেলায়েত হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, শুধু তাঁরা কেন, তাঁর জানামতে কোনো কলেজই টাকা ফেরত দেয়নি। বোর্ড থেকেও এ ধরনের নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। তবে অন্যরা সবাই যদি ফেরত দেয়, তাহলে তাঁরাও ফেরত দেবেন।

ভর্তির সময় মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ একেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৯ হাজার করে টাকা নেয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানও ভর্তি বাতিল করে চলে যাওয়া শিক্ষার্থীদের টাকা ফেরত দেয়নি। জানতে চাইলে এই কলেজের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, ভর্তির টাকা ফেরত দেওয়ার সুযোগ নেই। কারণ, এই টাকা ব্যাংকে জমা হয়েছে। যারা চলে গেছে, তাদের রোল নম্বরও ফাঁকা রাখা হয়েছে।